"বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট "নির্দেশিকা

উপক্রমণিকা :

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধি ও খেলাধুলায় উৎসাহী করে গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদসহ সকল অসামাজিক কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"** আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ টুর্নামেন্ট সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের তরুণ সমাজের মানসপটে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দৃঢ়ভাবে ধারণ ও **বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় মনোবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আয়োজন আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে ভিশন-২০৪১ অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।** এ প্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন, এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে সরকার **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"** চালু করেছে। **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"** সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার নিমিত্তে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলোঃ

০১। **শিরোনাম :**
এ টুর্নামেন্টের নাম হবে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"**

০২। **সংজ্ঞা:**

টুর্নামেন্ট: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"**। উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ প্রতিযোগিতা ২০২২ সালে কেবল ছাত্রদের এবং পরবর্তীতে ছাত্রীদেরসহ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

অংশগ্রহণকারী দল: বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ম্যাচ কমিশনার : ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি খেলার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কমিটি: টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহ। (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) খেলা পরিচালনা পদ্ধতি: টুর্নামেন্টের খেলাসমূহ নকআউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

০৩। **প্রতিযোগিতার পর্যায় :**

এ টুর্নামেন্ট ৩টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে
(১) জেলা পর্যায়
(২) বিভাগ পর্যায়
(৩) জাতীয় পর্যায়

(ক) জেলা পর্যায় : সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন সকল উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ"** ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলাসমূহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল জেলার প্রতিনিধি হিসেবে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;
(খ) বিভাগীয় পর্যায়: সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল জেলার চ্যাম্পিয়ন ও রার্নাসআপ দলগুলো নিয়ে স্ব-স্ব বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন ও রার্নাসআপ দলগুলো জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে;
(গ) জাতীয় পর্যায় : বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল (মোট ১৬ টি বিভাগীয় দল) নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে;
বি: দ্র: খেলাগুলো নকআউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

০৪। **প্রতিযোগিতা কমিটি** : জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ** ফুটবল **টুর্নামেন্ট"**এর সকল খেলা পরিচালিত হবে।

০৫। **আবেদন ফরম:** অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক অনলাইনে নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে।

০৬। **অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা :** যে বছর টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে সে বছর এবং তার অব্যবহিত পূর্বের শিক্ষাবর্ষে (যেমন ২০২২ সালে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হলে ২০২১ ও ২০২২ সালে এস এস সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) যে সকল শিক্ষার্থী এস এস সি বা সমমান পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে শুধুমাত্র তারাই ঐ প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোন অনিয়মিত শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

০৭। **অংশগ্রহণকারী দল/ প্রতিষ্ঠান:**

১। (ক) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ;

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদ্রাসা;

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২। সদস্য সংখ্যা: একটি প্রতিষ্ঠান ২৫ জন খেলোয়ার রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবে।
তা থেকে ১৮ জন খেলোয়াড়, ০১জন ম্যানেজার ও ০১ জন কোচসহ মোট ২০ জন প্রতিটি ম্যাচের জন্য দলভূক্ত হবে।

০৮। **খেলার সময় :**

১। ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলা ৪৫মি.+৪৫মি:=৯০ মিনিট। শেষ পর্যন্ত খেলা অমিমাংশিত থাকলে ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;
২। খেলা চলাকালীন সময় সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন খেলোয়াড় বদলী করা যাবে;
৩। খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট পূর্বে খেলা পরিচালনা কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ রিপোর্ট করতে হবে।

০৯। **রেফারি:**

(১) বাফুফে (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত রেফারী দ্বারা খেলা পরিচালিত হবে; জেলা পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রেফারী এসোসিয়েশন এর সহযোগিতা নেয়া হবে;
(২) খেলা পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি রেফারি নিয়োগ করবেন;
(৩) রেফারী/আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। বাফুফে কর্তৃক প্রচলিত নিয়ম-কানুন মোতাবেক প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে;

১০। **ফিকশ্চার :**

(১) প্রতিযোগিতা কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময়সূচি/ফিকশ্চার প্রণয়ন করবে;
(২) নির্ধারিত খেলার সময়সূচি/ফিকশ্চার অনুযায়ী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রতিযোগিতা কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ,সময় ও স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

১১। **অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী :** জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী প্রদান করা হবে।

১২। **রেজিস্ট্রেশন:** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান/দলকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে নিধারিত ফরমে যথাযথ প্রমাণাদিসহ [(১) এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও উত্তীর্ণের সনদ/ট্রান্সক্রীপ্ট
(২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনলাইনে প্রদত্ত তালিকা] অংশগ্রহণকারী দলের নামের তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা প্রদান করতে হবে।

১৩। **অংশগ্রহণের সময়/ব্যর্থতা :**

(ক) প্রতিটি দলকে খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট পূর্বে মাঠে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দল মাঠে উপস্থিত না থাকলে ১০মিনিট অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে;

(খ) কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। **শৃঙ্খলা উপকমিটি :**

(ক) প্রত্যেক পর্যায়ে টুর্নামেন্ট কমিটি ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি গঠন করবে;

(খ) জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় সদরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। শৃঙ্খলা উপকমিটি খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/দল ও রেফারিদের ভূমিকা/ আচরণ নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫। **অভিযোগ/আপত্তি :**

(ক) খেলা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ফিসহ উপর্যুক্ত প্রমাণাদিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার শৃঙ্খলা উপ-কমিটির আহ্বায়ক/সম্পাদক বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে;

(খ) অভিযোগ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা উপকমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(গ) অভিযোগকারীর পক্ষে রায় হলে অভিযোগের জন্য জমাকৃত ফি ফেরত প্রদান করা হবে; অন্যথায় উক্ত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে না।

১৬। **আপিল :** শৃঙ্খলা উপকমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটির নিকট ১ (এক) ঘন্টার মধ্যে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিটি ১২ (বার) ঘন্টার মধ্যে আপত্তি/আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭। **ম্যাচ কমিশনার :** প্রত্যেক খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতা কমিটি ম্যাচ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করবেন।

১৮। **পাতানো খেলা :** কোন দল পাতানো খেলায় (Match fixing) অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃঙ্খলা উপকমিটি কর্তৃক শনাক্ত হলে প্রতিযোগিতা কমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ০৩(তিন) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

১৯। **অবৈধ খেলোয়ার ও শাস্তি :** কোন কলেজ যদি কোন অবৈধ খেলোয়ার (অন্য কলেজের ছাত্র অথবা অছাত্র অথবা অংশগ্রহণকারী খেলোয়ার অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত যোগ্যতা অনুযায়ী না হয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ঐ বছরসহ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য প্রতিযোগিতা হতে বহিস্কার করা হবে।

২০। **পুরস্কার :**

(ক) জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, **জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক ঘোষিত প্রাইজ মানি** ও বিজিত দলকে রানার্সআপ ট্রফি, **ও জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক ঘোষিত প্রাইজ মানি** প্রদান করা হবে;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, **জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক ঘোষিত প্রাইজ মানি** ও বিজিত দলকে রানার্সআপ ট্রফি, **ও জাতীয়** টুর্নামেন্ট **কমিটি কর্তৃক ঘোষিত প্রাইজ মানি** প্রদান করা হবে;

(গ) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলা ০১ টি দলকে (যদি থাকে) ফেয়ার প্লে ট্রফি প্রদান করা হবে;

(ঘ) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়-কে ট্রফি/পদক ও নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

২১। **খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত :**

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা/মাঠের বাইরে বা ভিতরে গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারি/আম্পায়ার ৩০মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এরপর ও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারি শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ,সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে উভয় দলকে ঐ দিন অর্থাৎ বাতিলকৃত খেলার দিনই অবহিত করতে হবে;

(খ) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে এবং প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে;

(গ) যদি কোন দল পূর্ণসময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বেই খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে বা মাঠে অবস্থান করে বা রেফারির আদেশ অমান্য করে খেলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে উক্ত দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

২২। **মিডিয়া কমিটি:** টুর্নামেন্টের ব্যাপক প্রচারণার জন্য জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে মিডিয়া কমিটি থাকবে।

২৩। **হিসাব পরিচালনা:** **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"**এর হিসাব পরিচালনার জন্য জাতীয়, বিভাগ, জেলা পর্যায়ে পৃথক হিসাব পরিচালনা করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া-২ অনুবিভাগ প্রধান ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের পরিচালক, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া অফিসার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া অফিসার এই হিসাব পরিচালনা করবেন এবং ব্যয়ের ভাউচারসমূহে স্বাক্ষর করবেন। স্ব-স্ব কমিটির অনুমোদন ক্রমে সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক আয়-ব্যয় পরিচালিত হবে।

২৪। **বিবিধ :** টুর্নামেন্ট কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ক) খেলার উপযোগী মাঠ, খেলার উপকরণসহ সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুভাবে খেলা আয়োজনের নিমিত্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) টুর্নামেন্টটি পরবর্তীতে মেয়েদের জন্যও আয়োজন করা হবে।

২৫। **সংশোধন :**

টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়ম-কানুন সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিমার্জন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

২৬। **শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তি :** নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃঙ্খলা উপকমিটি নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

অপরাধ	শাস্তি
(ক) কোন খেলোয়াড় কে লালকার্ড প্রদর্শন করা হলে বা দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ডের পরিবর্তে লালকার্ড প্রদর্শন করা হলে।	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে উক্ত খেলা থেকে বহিস্কার এবং পরবর্তী এক খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। টুর্নামেন্ট কমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।
(খ) কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে রেফারী/সহকারী রেফারি/আম্পায়ার বা কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত	খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কারসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বা অশোভন আচরণ বা আঘাত করলে।	
(গ) মাঠে কোন খেলোয়াড় অন্য কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে শারীরিকভাবে আঘাত করলে।	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে পরবর্তী ২ খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখা হবে।
(ঘ) কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে।
(ঙ) কোন দলের কর্মকর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ অথবা অন্যকোন উপায় অবলম্বন করে খেলার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে।	শৃঙ্খলা উপকমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দলকে বহিস্কার/আর্থিক জরিমানা বা উভয়) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
(চ) যদি কোন দলে কোন অবৈধ খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে এবং তা প্রমাণিত হয়।	তাহলে উক্ত কলেজকে সংশ্লিষ্ট সকল খেলার প্রতিযোগিতা হতে বহিস্কারসহ আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৭। **আরবিটেশন :**

(ক) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন দল আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরবর্তী উচ্চতর কমিটির নিকট আপিল করতে পারবে;

(খ) খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা অন্যকোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে প্রযোজ্যক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৮। খেলা পরিচালনা:

(ক) মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তর টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করবে;

(খ) প্রতি অর্থবছরে টুর্নামেন্টটির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে;

(গ) জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া কর্মকর্তাগণ টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে,

(ঘ) প্রতিযোগিতায় বাফুফে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২০.১১.২০২২

মেজবাহ উদ্দিন
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট"

সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি:

টুর্নামেন্ট এর খেলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ গঠিত হবেঃ -প্রধান উপদেষ্টা

(১)	**জাতীয় কমিটি: (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)**	- সভাপতি
০১	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-সচিব
০২	সিনিয়র সচিব/সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-সচিব
০৩	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-সচিব
০৪	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-সচিব
০৫	অতিরিক্ত সচিব, (সকল) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-সচিব
০৬	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-সচিব
০৭	মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	-সচিব
০৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	-সচিব
০৯	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	-সচিব
১০	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	-সচিব
১১	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	-সচিব
১২	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৩	মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৬	তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৭	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৮	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-সচিব
১৯	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-সচিব
২০	সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-সচিব
২১	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-সচিব
২২	উপসচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-সচিব
২৩	মহাপুলিশ পরিদর্শকের প্রতিনিধি (এআইজিপি এর নীচে নয়)	-সচিব
২৪	সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	-সচিব
২৫	বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি (প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	-সচিব
২৬	জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	-সচিব
২৭	বাংলাদেশ গার্লস গাইডের প্রতিনিধি	-সচিব
২৮	সম্পাদক, ক্রীড়া জগৎ	-সচিব
২৯	মিডিয়া পার্টনার (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া)	-সচিব
৩০	জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক	-সচিব
৩১	জনাব রকিবুল ইসলাম, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	- সদস্য সচিব
৩২	যুগ্মসচিব (ক্রীড়া)-২, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	

কর্মপরিধি:

১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।

২. টুর্নামেন্টের ট্রফির ডিজাইন চূড়ান্তকরণ ও প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ।

৩. টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।

৪. বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলসমূহের অংশগ্রহণে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যসম্পাদন।

৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) বিভাগীয় কমিটি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১.	বিভাগীয় কমিশনার	- সভাপতি
২.	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	- সদস্য
৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
৪.	জেলা প্রশাসক (সকল)	- সদস্য
৫.	সচিব, সিটি করপোরেশন	- সদস্য
৬.	বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	- সদস্য
৭.	পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি	- সদস্য
৮.	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কলেজ/মাদ্রাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষ	- সদস্য
৯.	সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি	- সদস্য
১০.	আঞ্চলিক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা(বিভাগীয় সদর) অধিদপ্তর	- সদস্য
১১.	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
১২.	উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	- সদস্য
১৩.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
১৪.	বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৫.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৬.	সভাপতি, বিভাগীয় ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৭.	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সদরের জেলা প্রেস ক্লাব	- সদস্য
১৮.	বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৯.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২০.	সম্পাদক, আঞ্চলিক স্কাউটস্	- সদস্য
২১.	সভাপতি, বিভাগীয় ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
২২.	জেলা ক্রীড়া অফিসার (বিভাগীয় সদর)	- সদস্য-সচিব

কর্মপরিধি:

১২. বিভাগীয় পর্যায়ের সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃংখলা বজায় রাখা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) জেলা কমিটি: জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১.	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ (সংশ্লিষ্ট জেলার)	উপদেষ্টা
০২.	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
০৩.	পুলিশ সুপার	- সদস্য
০৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	- সদস্য
০৫.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
০৬.	জেলা কমান্ডান্ট, আনসার ও ভিডিপি	- সদস্য
০৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
০৮.	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা (সকল)	- সদস্য
০৯.	জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কলেজ/মাদ্রাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষ	- সদস্য
১০.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
১২.	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	- সদস্য
১৩.	সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	- সদস্য
১৪.	সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	- সদস্য
১৫.	সম্পাদক, জেলা স্কাউটস্	- সদস্য
১৬.	সভাপতি/ সাধারণসম্পাদক, জেলা প্রেস ক্লাব	- সদস্য
১৭.	সভাপতি, জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন	- সদস্য
১৮.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৯.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	- সদস্য-সচিব

কর্ম পরিধি:

১. জেলা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।